সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

দুর্নীতি দমন কমিশন আইনের সাম্প্রতিক সংশোধনী প্রস্তাব প্রত্যাহারের জন্য সরকারের কাছে জোর দাবি টিআইবি ও বিশিষ্ট নাগরিকবৃন্দের

ঢাকা, ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০১১: মন্ত্রিপরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত দুর্নীতি দমন কমিশন আইনের সাম্প্রতিক সংশোধনী প্রস্তাব কার্যকরভাবে দুর্নীতি প্রতিরোধ ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার পথে **'অপ্রতিরোধ্য অন্তরায়'** হয়ে দাঁড়াবে বলে বিশিষ্ট নাগরিকবৃন্দ অভিমত প্রকাশ করেছেন। আজ টিআইবি আয়োজিত এক গোলটেবিল বৈঠকে অনতিবিলম্বে এই **'অপরিণামদর্শী সিদ্ধান্ত'** প্রত্যাহারের জন্য সরকারের কাছে জোর দাবি জানানো হয়।

বিকেলে রাজধানীর এলজিইডি মিলনায়তনে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দুর্নীতি দমন কমিশনের চেয়ারম্যান জনাব গোলাম রহমান এবং সভাপতিত্ব করেন টিআইবি ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান এম.হাফিজউদ্দিন খান। অনুষ্ঠানে 'দুর্নীতি দমন কমিশন আইন ২০০৪' এর সংশোধনী প্রস্তাবনা বস্তুনিষ্ঠভাবে এবং জনমত যাচাইপূর্বক পুনর্বিবেচনার দাবিতে টিআইবি দুদকের ক্ষমতা, কর্মপরিধি ও দায়বদ্ধতা, মামলা করার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা দুদকের সাংবিধানিক মর্যাদা, আইনী ও আর্থিক ক্ষমতা, অভ্যন্তরীণ স্বচ্ছতা ও দক্ষতা এবং পারস্পরিক সম্পৃক্ততার বিষয়ে ১৮ দফা সুপারিশমালা উপস্থাপন করেন টিআইবি'র নির্বাহী পরিচালক ড. ইফতেখারুজ্জামান।

উলেৰখ্য, ২০১১ এর ২৪ জানুয়ারি মন্ত্রিপরিষদ দুর্নীতি দমন কমিশন আইনের বেশ কিছু সংশোধনী প্রস্তাব অনুমোদন করেছে। গণমাধ্যম সূত্রে প্রাপ্ত তথ্যের উলেৰখ করে বক্তারা বলেন, কতিপয় সংশোধনী সুচিন্তিত বিবেচিত হলেও সার্বিক বিবেচনায় সংশোধনীগুলো সংসদে গৃহীত হলে দুর্নীতি দমন কমিশনের স্বাধীনতা ও কার্যকরতা ব্যাপকভাবে খর্ব হবে এবং তা হবে সরকারের নির্বাচনী অঙ্গীকার পালনে ব্যর্থতার পরিচায়ক। আলোচনায় বক্তারা এই অভিমত প্রকাশ করেন যে, প্রজাতন্ত্রের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বিরৰদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগের ক্ষেত্রে সরকারের পূর্বানুমতি গ্রহণের বাধ্যবাধকতার যে প্রস্তাব করা হয়েছে তা সংবিধানের ২৭ অনুচ্ছেদে বিধৃত ***আইনের চোখে সকলেই সমান*** বিষয়ক মৌলিক অধিকারের পরিপন্থী। অতএব, জনপ্রতিনিধিসহ অন্য যে কোনো খাতের ও পেশার নাগরিকদের তুলনায় সরকারি কর্মকর্তাদের আলাদা মাপকাঠিতে বিবেচনার কোনো যুক্তি নেই। সরল বিশ্বাসে কোনো অপরাধ সংগঠিত হয়েছে কিনা তা বিচারিক প্রক্রিয়ায়ই নির্ধারিত হতে হবে বলে বক্তারা অভিমত প্রকাশ করেন। বক্তারা দুদকের সব কাজের জন্য রাষ্ট্রপতির কাছে দায়বদ্ধ থাকা, সরকার কর্তৃক কমিশনের সচিব নিয়োগ দেওয়া, নির্ধারিত সময়ে প্রতিবেদন দিতে না পারলে সংশিৰষ্ট তদন্তকারী কর্মকর্তার বিরৰদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ, এবং দুর্নীতির অভিযোগ মিথ্যা প্রমাণিত হলে পাঁচ বছরের কারাদন্ড এর প্রস্তাবিত বিধানের পুনর্বিবেচনার দাবি জানান।

এ ছাড়া সভায় কমিশনের ক্ষমতা চর্চা ও দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে উদ্ভূত সমস্যা সমাধানকল্পে সরকারের সম্ভাব্য একতরফা হস্তক্ষেপ প্রতিহত করার লক্ষ্যে **দুদক আইন ২০০৪** এর ৩৬ নং অনুচ্ছেদ বাতিল, একইসাথে দুর্নীতি দমন কমিশন আইন সংশোধন করে কমিশনকে তার নিজস্ব সাংগঠনিক কাঠামো নির্ধারণ, সকল পর্যায়ের কর্মী নিয়োগ এবং বাজেট প্রণয়ন ও ব্যয়ের পূর্ণ ক্ষমতা প্রদানের সুপারিশ করা হয়। এছাড়া দুদকের বাজেটকে সরকারের দায়যুক্ত তহবিলে অন্তর্ভুক্ত করতঃ দক্ষ পেশাজীবীদের সমন্বয়ে দুদকে একটি শক্তিশালী অভ্যন্তরীণ অডিট ইউনিট গঠন এবং দুদকের সকল কর্মীর জন্য একটি 'নৈতিক আচরণবিধি' ও 'পরিচালনা বিধি' প্রবর্তনের সুপারিশ করা হয়।

ড. ইফতেখারৰজ্জামান বলেন: "দুদক'কে সরকারের প্রতিপক্ষ হিসেবে না দেখে বরং স্বাধীন, নিরপেক্ষ ও কার্যকরভাবে পরিচালিত হলে এই প্রতিষ্ঠান জনগণের কাছে সরকারের দেওয়া নির্বাচনী অঙ্গীকার বাস্তবায়নের সহায়ক শক্তি হতে পারে।"

গোলটেবিল আলোচনায় অংশ নিয়ে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা ড. এম. আকবর আলী খান বলেন- সরকার দুদক আইনের যে সংশোধনী করতে চাচ্ছে সে আইনের খসড়া লুকিয়ে রাখার কোন কারণ নেই। দুর্নীতি দমন কমিশনের জন্য প্রয়োজন তাকে স্বাধীন ও কার্যকর করা, কিন্তু যে প্রস্তাব করা হচ্ছে সেটা দুর্নীতি দমন কমিশনকে আরো দুর্বল করবে। দুর্নীতি দমন কমিশনকে কার্যকর করতে হলে ভিন্ন ধরনের উদ্যোগ প্রয়োজন। জনমত যাচাইপূর্বক তা করতে হবে। কারো বিরৰদ্ধে মিথ্যা মামলা হয়েছে কি হয় নি, তা নির্ধারণ করবে আদালত। পাবলিক একাউন্টস কমিটি ও জুডিশিয়ারি ছাড়া দুদককে নিয়ন্ত্রণের জন্য আলাদা কোন জবাবদিহি সংস্থার প্রয়োজন নেই। তিনি বলেন, আমরা সরকারের বিরোধিতা করতে চাই না, চাই সহায়তা করতে। জনগমত গ্রহণের মাধ্যমে সরকার অবশ্যই একটা ভাল আইন তৈরি করতে পারবে।

ড. আসিফ নজরৰল তার বক্তব্যে বলেন-দুর্নীতি দমন কমিশনের নিজস্ব আইনজীবী ও গবেষণা বিভাগ থাকা প্রয়োজন, যেমন হংকং এ রয়েছে। একই সাথে সুশীল সমাজের অংশগ্রহণের মাধ্যমে নাগরিক উপদেষ্টা কমিটি থাকাটাও জরৰরী, যা দুদককে শক্তিশালী করবে।

সরকারি কর্মকর্তাদের বিরবদ্ধে মামলার ৰেত্রে অনুমতি বিধানের বিষয়ে ড. শাহ্দীন মালিক বলেন, বিশেষ ধরনের ব্যক্তিকে সুবিধা দিয়ে এ আইন এখন করা হলেও সাংবিধানিকভাবে তা টিকবে না। প্রকারন্তরে এটি একটি ইনডেমনিটি আইন হিসেবে পরিগণিত হবে। তাই সরকার এ ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ থেকে ফিরে আসবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে দুর্নীতি দমন কমিশনের চেয়ারম্যান জনাব গোলাম রহমান বলেন- বর্তমান সরকারের সময়ে দুদকের আইন সংশোধনীর বিষয়ে সরকারি কর্মচারিদের বিরবদ্ধে মামলার ৰেত্রে যে বিষয়টি রাখা হচ্ছে তা ২০০৪ এর খসড়াতে ছিলো না। দুদক এ কাজের ৰেত্রে তিনি কারো দ্বারা কখনো প্রভাবিত হন নি জানিয়ে উচ্চ পর্যায়ের কারো বিরবদ্ধে কোনো অভিযোগ জানা থাকলে তা দুদককে সরবরাহ করার জন্য তিনি অনুরোধ করেন। বর্তমান প্রধানমন্ত্রী কোনো আইনের চূড়ান্ত অনুমোদন দেবেন না যা, দুদককে অকার্যকর করে রাখবে। দুদককে কার্যকর করতে হলে এর আইনকে অন্যান্য সকল আইনের উর্দ্ধে স্থান দিতে হবে।

উলেৰখ্য, দুদক আইনের সংশোধনী আনয়নের লক্ষ্যে এটি বর্তমান সরকারের দ্বিতীয় উদ্যোগ। এর আগে ২০১০ এর ২৬ এপ্রিল মন্ত্রিপরিষদের সভায় দুর্নীতি দমন কমিশন আইন ২০০৪ এর সংশোধনী প্রস্তাব অনুমোদিত হওয়ার প্রতিবাদে টিআইবি দেশব্যাপী এক প্রচারাভিযান পরিচালনা করে। সেই কর্মসূচির অংশ হিসেবে ঢাকাসহ দেশব্যাপী মানব-বন্ধন, স্বাক্ষর সংগ্রহ, মুঠোফোনে ক্ষুদে বার্তা এবং অনলাইনে আবেদন সংগ্রহ করে। ২০১০ এর ১-৫ জুলাই টিআইবি'র দেশব্যাপী পরিচালিত এক জনমত জরিপে প্রায় ৯৭ ভাগ উত্তরদাতা দুর্নীতি প্রতিরোধে একটি স্বাধীন ও কার্যকর দুর্নীতি দমন কমিশন প্রয়োজন বলে অভিমত প্রকাশ করেন। ৭০ শতাংশ উত্তরাদাতা সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ক্ষেত্রে পূর্বানুমতি গ্রহণের প্রস্তাবের বিপক্ষে মতামত দেয়। সরকারের প্রস্তাবিত অন্যান্য সংশোধনী জনগণ সমর্থন করে না বলেও জরিপে সুস্পষ্টভাবে উঠে আসে।

গণমাধ্যম যোগাযোগ

রিজওয়ান-উল-আলম
পরিচালক-আউটরিচ এন্ড কমিউনিকেশন
ই-মেইল: rezwan@ti-bangladesh.org
ফোন: ০১৭১৩০৬৫০১২